দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 22 APR 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ আবার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের স্বার্থে শিক্ষাঙ্গনে অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পর থেকেই তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস বন্ধ ও ছাত্র রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করার জন্য আহ্বান জানিয়ে আসছেন। রাষ্ট্রপতি যখনই শিক্ষক ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষা সম্পর্কিত কোন সভা-সমাবেশ বা সেমিনারে বক্তৃতা করেছেন তখনই সন্ত্রাসের কলুষমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের প্রয়োজনীয়তার কথা সংশ্লিষ্টদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। গত রবিবার নড়িয়া সরকারী কলেজের রজতজয়ন্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি নিজেও বলেছেন, তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্থিতিশীল পরিবেশ ও এর সমাধান সম্পর্কে বার বার বলেছেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেও হুঁশিয়ার করেছেন কিন্তু এ বিষয়ে অগ্রগতি হয়নি। অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেই রাষ্ট্রপতি একথা বলেন।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা ছিল গৌরবের। মহান ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। স্বাধীনতা অর্জন করার পর সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী দীর্ঘ আন্দোলনেও ছাত্র সমাজ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছে। রাষ্ট্রপতিও ছাত্র সমাজের এসব অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ছাত্র নামধারী মুষ্টিমেয় লোক সন্ত্রাস, ছিনতাই, গুন্ডামি, চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজি, খুনখারাবিতে লিপ্ত থেকে গোটা ছাত্রসমাজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে, সাধারণ ছাত্রসমাজ ও জাতি কোনদিনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতির কথা ভাবেনি।

সত্যিই স্বাধীনতা অর্জনের আগে বা পরে কেউই ভাবেননি ছাত্র রাজনীতি কলুষিত হবে, অবৈধ অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি আর সন্ত্রাসের হাতিয়ার হিসাবে ছাত্রসমাজকে ব্যবহার করা হবে, এমন আশঙ্কাও কারও ছিল না। কিন্তু সামরিক স্বৈরাচারের অনেক অগণতান্ত্রিক অনিয়মের মধ্যে ছাত্রদের হাতে অবৈধ অস্ত্র তুলে দেয়া এবং রাজনৈতিক সংঘাতে তাদের দলীয় সন্ত্রাসী হিসাবে ব্যবহার করাও একটি অবদান হিসাবে গণ্য করা যায়। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে শুধু স্বৈরাচারী দলসমূহই নয় গণতন্ত্রের দাবিদার অন্য দলসমূহও ছাত্রদের হাতে অবৈধ অস্ত্র তুলে দিয়েছে কিংবা রাষ্ট্রপতি কথিত ছাত্র নামধারী লোকদের দিয়ে ছাত্র আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস করিয়েছে এবং এখনও করাচ্ছে। বস্তুত এর ফলে সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা। আগে শুধু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সন্ত্রাস হতো কিন্তু এখন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সন্ত্রাসকবলিত। রাষ্ট্রপতিসহ দেশের বহু গণ্যমান্য লোক বহুবার বহু উপলক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বিস্তার না করার অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সেই উপদেশ, সেই আহ্বান, সেই পরামর্শ বার বার উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। রাজনৈতিক দলসমূহ বস্তুত নিজস্ব সঙ্কীর্ণ স্বার্থেই যে তারুণ্যের অপব্যবহার এবং সন্ত্রাসকে লালন করছে সে বিষয়ে এখন কারুর সন্দেহের অবকাশ নেই। বড় রাজনৈতিক দলগুলোর শিক্ষিত সচেতন নেতৃবৃন্দ যে জানেন না এর ফলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে তা নয় কিন্তু চর দখলের মতো দলীয় প্রভাব প্রতিপত্তি ধরে রাখার জন্য কেউ ছাত্র রাজনীতির ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করতে চাচ্ছে না। অনেক দলই দলীয় এ অঙ্গনকেই প্রধান শক্তি হিসাবে মূল্যায়ন করছে।

কিন্তু এর ফল যে শুভ হবে না তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। রাষ্ট্রপতিও দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, এ ধরনের অশুভ তৎপরতা অব্যাহত থাকলে জাতির ভবিষ্যত অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিবেক জাগ্রত করার কিংবা আদর্শের অনুসারী হয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলাকে এখন 'চর্বিত চর্বণ' বলে মনে করছেন এদেশের রাজনীতিবিদরা। রাষ্ট্রপতি বা সমাজের যে কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যেই বলুন না কেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাকে মূল্য দিচ্ছেন না— স্রেফ এড়িয়ে যাচ্ছেন, এও এক নিদারুণ বাস্তবতা। এসব কারণেই সমাজে হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে; সাধারণ মানুষ শঙ্কিত জীবনযাপন করছে। তাঁরা বুঝতে পারছে না কোন্ পথে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, কেমন করে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে!

বস্তুত পরিস্থিতি এখন যে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তাতে কালক্ষেপণের আর সময় নেই। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোকেই। কবে তাঁরা এ সিদ্ধান্ত নেবেন, কার পরামর্শ তাঁরা গ্রহণ করবেন তা ভবিতব্যই জানে। তাঁরা বুঝতে পারছেন না এ অবস্থা চলতে থাকলে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের মতো উপদেশ দেয়ার মতো লোকও আর অদূরভবিষ্যতে পাওয়া যাবে না।